খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 28 ❑ 02 Oct., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও জমজমাট বনগাঁর দুর্গোৎসব

প্রতাপগড় স্পোর্টিং ক্লাব

এগিয়ে চলো সংঘ ৩নং টালিখোলা

চড়কতলা স্পোর্টিং ক্লাব

গান্ধিপল্লী স্পোর্টিং ক্লাব

চড়কতলা স্পোর্টিং ক্লাব

ছবিগুলি তুলেছেন রাহুল দেবনাথ।

জাতীয় লোক আদালতে জেলায় একদিনে ১৩ হাজার মামলার নিষ্পত্তি

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১৩ সেপ্টেম্বর সারা দেশের সাথে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় লোক আদালত। জেলা আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় জেলা সদর বারাসাত আদালত ছাড়াও বনগাঁ, বসিরহাট, ব্যারাকপুর ও বিধাননগর মহকুমা আদালতে এদিন লোক আদালত বসে। তৃতীয় পাতায়...

মৃতদেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা ঃ বনগাঁ শিয়ালদা শাখার চাঁদপাড়া ৪৫ নম্বর রেলগেটের ধারে জঙ্গলে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। দুদিন ধরে স্থানীয় ও রেললাইনে কাজ করা কর্মীরা দুর্গন্ধ পায়। প্রথমে ভাবে, কোনো কুকুর বিড়ালের মৃতদেহের গন্ধ। এরপর গন্ধ আরো ছড়াতে থাকলে। রেল লাইনের পাশে রেল লাইনে কাজ করা কর্মরত কিছু অস্থায়ী কর্মী জঙ্গলে গিয়ে দেখে একটি পচা গলা মৃতদেহ পড়ে আছে। এরপর রেল পুলিশ ও স্থানীয় গাইঘাটা থানাতে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ওই মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় রেলের এক অস্থায়ী কর্মী বিক্রম কুমার জানান, দু'দিন ধরে তারা এখানে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন। এরপর দুর্গন্ধর উৎস খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে তৃতীয় পাতায়...

পুলিশ কর্মীকে মারধর, ধৃত বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা ঃ বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে এক পুলিশ কর্মীকে মারধরের অভিযোগে বনগাঁ উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃত ওই বিজেপি নেতা গোবিন্দ ভট্টাচার্য বনগাঁ থানার চাঁপাবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। আক্রান্ত যুবক কৌশিক দেবনাথ কলকাতা পুলিশের গাড়ি চালক হিসাবে কর্মরত। যদিও গোবিন্দ বাবুর অভিযোগ, বিজেপি করার অপরাধে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। সে ঘটনার সময় এলাকাতেই ছিল না।

আহত কৌশিক দেবনাথের অভিযোগ, বুধবার রাতে বনগাঁ থেকে রামকৃষ্ণপল্লী এলাকায় নিজের বাড়িতে যাওয়ার সময় চাঁপাবেড়িয়া এলাকায় কিছু মদ্যপ যুবকদের সাথে তার বচসা বাঁধে। অভিযোগ, সে সময় বিজেপি নেতা গোবিন্দ ভট্টাচার্য তার উপর চড়াও হয়। তার চোখে, মাথায় ও বুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। সে সময় অভিযুক্ত বিজেপি নেতার সঙ্গে থাকা যুবকরাও তাকে বেধড়ক মারধর করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে ওই পুলিশকর্মী বনগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাতেই তদন্তে নেমে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে গাইঘাটা থানা এলাকা থেকে গোবিন্দকে গ্রেফতার করে। এদিন তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তৃণমূলের বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, অভিযুক্ত গোবিন্দ এলাকায় অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। আর বিধায়ক এইসব সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে চলে। বিধায়ককেও গ্রেফতার করা উচিত। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

ভায়ের হাতে ভাই খুন

সংবাদদাতা ঃ মলদ্বার থেকে গ্যাস নির্গমন করাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে ভাই খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। গোপালনগর থানার কামদেবপুর এলাকার ঘটনা। মৃত কিশোরের নাম প্রদীপ ব্যাধ(১৫)। অভিযুক্ত দাদা সূর্য ব্যাধ। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেললাইনের ধারে এলাকার ছেলেদের সাথে আড্ডা মারছিল প্রদীপ। ওখানে উপস্থিত ছিল পিসতুতো ভাই সূর্যও। প্রদীপের পেটে গ্যাস হওয়ায় মলদ্বার থেকে গ্যাস নির্গমন করায় ভাই সূর্যের সাথে বিবাদে জড়ায় ভাই প্রদীপ। বিবাদ থেকে হাতাহাতি। অভিযোগ, সূর্য ভাই প্রদীপের বুকে একাধিক বার জোরে জোরে ঘুসি মারে। অচেতন হয়ে পড়ে প্রদীপ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। অভিযুক্ত সূর্যের শাস্তির দাবিতে তার বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয়রা।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২৯ ❐ ০২ অক্টোবর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

পুজোর গন্ধে মেতেছে...

বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বন। তা হলেও দুর্গাপুজো মানেই শ্রেষ্ঠ উৎসব। সারা বছরে এই সময়ে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে বা কখনও কার্তিক মাসেও বাঙালি হিন্দুরা ধুমধাম করে দুর্গাপুজো করে থাকে। বলতে দ্বিধা নেই, এমন অসাম্প্রদিক উৎসব বোধহয় আর কোথাও দেখা যায় না। পুজো তার নিজের মণ্ডপে কিন্তু বাকি সময়ে হৈচৈ, খাওয়া দাওয়া। বাংলার এমার্জেন্সি কাজ ছাড়া বাকি সমস্ত স্কুল কলেজে ছুটি। একই সাথে কলকারখানাতেও থাকে ছুটির মেজাজ। সরকারি, বেসরকারি অফিসগুলিতে পুজোর ৪ দিন অবশ্যই ছুটির মেজাজ। অনেকেই হয়তো মণ্ডপে মণ্ডপে না ঘুরে পরিবারকে সময় দেয় এই চারটি দিন। বাড়িতে রোজগার মতো খাবার তৈরি হয়। আজকাল অনেকেই চার দিনই হয়তো বাইরে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখে। অবশ্যই ফের বলতেই হয়, পকেটের হাল বুঝেই। অনেকেই পুজোর বোনাস পায়। অবশ্যই তার অনেকটাই বাড়ির জামাকাপড় ইত্যাদি কেনাকাটাতে খরচ হয়। এই রাজ্যে বসবাসকারী অবাঙালিরাও এই উৎসবে ওই একই মেজাজে হাজির হয়।

আজকাল জিনিসপত্রের যে পরিমাণ দাম বেড়েছে তাতে করে যা ইচ্ছা কেনা হয়তো সম্ভব হয় না কিন্তু কিছু কেনাকাটা তো করতেই হয়। বাড়ির গিন্নীবান্নিরা কিন্তু অনেকেই সারা বছরের খরচের থেকে টাকা বাঁচিয়ে রাখে পুজোতে কেনাকাটার জন্য এবং এটাও বাস্তব আজকের দুর্মূল্যের বাজারে সস্তায় এই শহরগুলিতে নিশ্চিত কেনাকাটা করা যায়। এক সময়ে পুজোর আগে খবরের কাগজগুলিতে কাপড়ের দোকান থেকে জুতোর দোকানের বিজ্ঞাপন থাকতো প্রায় রোজই কিন্তু আজকে অনেকটাই কমেছে। রেডিও থেকে টিভিতেও বিজ্ঞাপন যা আগে থাকতো তাও অনেকটাই কমে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনের দর যে অনেক! কলকাতার বিভিন্ন খাবারের দোকানের বিজ্ঞাপন আজকে খুব একটা দেখা না। তবুও বাঙালির দুর্গা পুজোয় কিছু না থাকলেও কিছু তো থাকবেই।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

ধারা ১১ : জীবনযাত্রার মান (Right to an Adequate Standard of Living)

প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মান হবে যথাযথ:

প্রত্যেক মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য,

পোশাক,

বাসস্থান,

জীবনমানের ধারাবাহিক উন্নতির পথ সুগম করে তুলতে হবে।

রাষ্ট্রকে ক্ষুধা দূরীকরণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে।

ধারা ১২ : স্বাস্থ্য অধিকার (Right to the Highest Attainable Standard of Health)

প্রত্যেকের সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১। শিশুমৃত্যু ও শিশুরোগ হ্রাস করা।

২। পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যকর অবস্থা নিশ্চিত করা।

৩। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা।

চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্যসেবা সবার জন্য সহজলভ্য করা।

ধারা ১৩ : শিক্ষা অধিকার (Right to Education)

শিক্ষা হবে মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবাধিকার সম্মানের ভিত্তি।

রাষ্ট্রকে প্রত্যেক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণভাবে সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

উচ্চশিক্ষা ধাপে ধাপে সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে।

সন্তানের শিক্ষার ধরণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অধিকার থাকবে।

ধারা ১৪ : শিক্ষার নিশ্চয়তা (Compulsory Primary Education Plan)

যেসব রাষ্ট্রে এখনো বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়নি, তাদের একটি জাতীয় পরিকল্পনা করতে হবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে করতে হবে।

ধারা ১৫ : সাংস্কৃতিক অধিকার (Right to Take Part in Cultural Life, Science and Benefits)

প্রত্যেকের অধিকার আছে সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করার।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও এর সুফল ভোগ করার।

সৃজনশীল কাজের মেধাস্বত্ব ও নৈতিক অধিকার রক্ষা করার।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ করার।

চলবে...

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
UNICORN
Mob.:9734300733

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

মন্দিরের সেবায় শিখ ভাইয়েরা দিন-রাত সেবা করে চলেছে। এমন অনেকেই আছেন যারা চাকরির পর দু'ঘণ্টা মন্দিরের কাজে আসেন। লাঙরখানায় সারাদিন খাওয়া চলে। লাইন দিয়ে যে খুশি গিয়ে বসে পড়লেই হল। থালা, গেলাস, এক জায়গায় রেখে দিতে হয়। ভক্তরা এ'গুলি পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার প্রশান্তি পান। বিবেকানন্দের সেই কথা-- মানুষের সেবার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরকে সেবা করা (জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর) অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস। মন্দিরে সারা দিন-রাত গজল সংগীত চলছে। দর্শনের পর হালুয়া প্রসাদ নিয়ে ফেরা। মন্দির থেকে ফেরার পথে আমরা ওখানকার বিখ্যাত লস্যি খেলাম। তারপর আমরা আমাদের আবাসে ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে গেলাম জালিয়ানওয়ালাবাগ। এটি স্বর্ণ মন্দির একেবারে লাগোয়া। ব্রিটিশ বুলেটের ক্ষত গায়ে নিয়ে আজও নিরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেওয়াল গুলি। ভারতবাসীর কাছে পবিত্র তীর্থ। এই জালিয়ানওয়ালাবাগ কুখ্যাত ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ার (Dwyer) তার সেনাদল নিয়ে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে গুলি বর্ষণ শুরু করে নিরস্ত্র জনতার উপর। আত্মরক্ষার জন্য উত্তরের কুয়োর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারান প্রায় ৩০০ অধিক মানুষ। নৃশংস হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব নাইট হুড বর্জন করেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ডায়ার অপমানিত হয়ে লন্ডনে ফিরে যান। হরতালের সাথে দেশজুড়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। লন্ডনের পধীঃড়হ হলে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক তখনকার গভর্নর ডায়ার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই সময় এক পাঞ্জাবী যুবক ডায়ারকে হত্যা করে শহীদ হলেন। সেই অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শাশ্বত শিখারুপি, লাল বেলে পাথরের শহীদ স্মারক হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ সংলগ্ন উদ্যানটিকে সৈনিকের রাইফেল ধারী বেশে গাছকেটে সুন্দর সুন্দর মডেল তৈরি করা হয়েছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে ফিরে এলাম মার্কেটে। সেখানে কিছু শীতের জামা কাপড় কিনলাম প্রিয়জনদের উপহার দেবার জন্য। পরে ওখানকার বিখ্যাত লস্যি খেয়ে হোটেলে ফিরলাম। আমরা বিকাল ছ'টা পঞ্চাশে অমৃতসর মেলের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। ওই ট্রেনেই আমরা হাওড়া ফিরব।

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমি মনে মনে স্থির করলাম, জীবনের একটা অধ্যায়ে নিজেকে একটা বেমানান গিঁটের ফাঁসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াব না। মেয়েটাকে একটু বল প্রয়োগ করে সরিয়ে দিলাম। মিতা বুঝুক আমিও পুরুষ মানুষ। কোনও ল্যাদাকান্ত পুরুষ নই। মিতা আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে বড়দির বিছানায় বালিশ নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সতেরো

জয় কখনও কখনও মানুষকে দাম্ভিক করে তোলে। আমার মনেও সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছু একটা অনুভূতি কুরে কুরে খাচ্ছে। সেটা ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। ঠিক কাজ করেছি না মন্দ কাজ করেছি তাও বুঝতে পারছি না। দাদু বলতেন, "নিজেকে খোলা বইয়ের মতো রাখতে হবে। যে যেভাবে পারে পড়ে বুঝে নিক। বইয়ের সারা পাতায় কালো কালিতে ছাপা হলেও, তোমার জীবনের যাপনে যেন কোনও কালোর ছোঁয়া না থাকে।" দাদুর বলা কথাটা মনে পড়ছে। সে কারণেই মনে মনে গর্ব করছি। গতরাতে জীবনের প্রথম অনিয়ত কাজের হাতছানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি। গর্বের কারণ সেটাই।

সকালে ঘুম ভাঙলো। দুঃস্বপ্নের রাতের কথা মনের মধ্যে চলে আসলো। মেঝেতে বিছানায় মিতা কুঁকড়ে জড়োসড় হয়ে শুয়ে আছে। ওর ওই সুন্দর মুখটা দেখে আমার কষ্ট হল। এই বয়সে ওর দেহের সুশ্রী গড়ন, উঠতি ছেলেদের হাতছানি, ওর মনের ভবনার পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভাবনার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হয়। মানুষের শরীরে সব কিছুর ভালো থাকা বা মন্দ থাকাও কি রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য, না এক্সিডেন্ট! মিতা কী কারনে এত উত্তেজিত হয়েছিল! এটা বোঝার ক্ষমতা এখনও আমার হয়নি।

যে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে সুষ্ঠু চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি রপ্ত করতে পারে, সেই সৎ চরিত্রের মানুষ। মিতাকে আমি আর ঘাটতে সাহস পাচ্ছি না। তাই ওকে আর ঘুম থেকে তুললাম না। কিন্তু মনে মনে ওর কষ্টটা আমি অনুভব করলাম। একদিকে যেমন আমার অহংকার, নিজেকে আমি মুক্ত করতে পেরেছি অনিয়ত কাজ থেকে। মিতাকে নিয়ে মনের মধ্যে যে কষ্ট ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটাও আমার মনের আর একটা দিকের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এটাও নিশ্চয়ই মন্দ নয়। দাদু বলতেন, " যে, মানুষের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে, সে নিজের কষ্টকেও বুঝতে পারে। এটা চরিত্রের একটা মহৎ গুণ। জয় মানুষকে যেমন অহংকারী করে তেমনি বিনয়ীও করে তোলে।"

'স্বপ্নেও মাঝে মাঝে ধাক্কা খেতে হয়। সে ধাক্কায় ব্যথা লাগে না। বাস্তবের ধাক্কাতেই ব্যথা পেতে হয়।' গতরাতের বাস্তব ঘটনাটা আমার মনে খুব ব্যথা দিয়েছে। বারবার মনে হচ্ছে, আমি মিতার সাথে রাতে এইরকম ব্যবহার করে কোনও ভুল করিনি তো! আবার মনে হচ্ছে, আমার আর কোনও উপায় ছিল না।

খাট থেকে উঠে আস্তে আস্তে নিচে নেমে মিতার পাশ কাটিয়ে পিছনের বেড়া খুলে সামনের বারান্দায় এসে বসলাম। সামনে উদম-উদ্দাম পৃথিবী। নিঝুম সকাল। শরতের সোনা রোদ এখনও মাটিতে ছড়িয়ে পড়েনি। গাছ গাছালির মাথায় ঝলমল করছে। এই রোদ মাটিতে যখন ঝাঁপিয়ে পড়বে হিরণ প্রভায় মাটির উপরটা চিক-চিকরবে। যেদিকে চাই মাঠ-ঘাট, গাছপালা সব উন্মুক্ত বন্ধনহীন খোলা হাট করা। এরকম মন খোলা মানুষ খুব কম দেখা যায়।

চলবে...

মণ্ডলপাড়ায় নবনির্মিত মন্দিরে দেবীর আরাধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ মন্দির কমিটির উদ্যোগে এবং গ্রামবাসী ও এলেকার ধর্মপ্রান মানুষজনের ঐকান্তিক সহযোগিতায় শারদোৎসরের প্রাক্কালে মণ্ডলপাড়া বাজারে নতুন করে নির্মিত হয়েছে দুর্গা মন্দির। সাদা মার্বেল ও টাইলসে সেজে উঠেছে মন্দির অঙ্গন।

মন্দির কমিটির সভাপতি শিক্ষক মধুসূদন সিংহ জানান, ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের এবং মন্দির কমিটির সদস্যগণের আর্থিক সহযোগিতায় কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন করে এই মন্দির নির্মিত হল। বৃহস্পতিবার নবনির্মিত মন্দিরের শুদ্ধিকরণ করেন মন্দিরের পুরোহিত। ২৬ সেপ্টেম্বর চতুর্থীর দিনে ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে মন্দিরে দেবী দুর্গার আবাহন হবে। মণ্ডলপাড়া বাজারের এই সার্ব্বজনীন দুর্গা মন্দিরে এবারে ৭৪ তম বর্ষের পুজো অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিমা নির্মান করেছেন গ্রামবাসী তাপস আঢ্য।

মন্দির নির্মানের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, গ্রামবাসী রঞ্জন বৈদ্য, স্বপন দাস, বরুণ দত্ত, রবীন সরকার, সাগর দাস, সঞ্জীব গোলদার, পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ। নবনির্মিত মন্দিরে পুজোকে ঘিরে ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

পুজোয় ভালো থাকুন সুস্থ্য থাকুন

ডাঃ পীযুষ কান্তি ধর

সামনেই আসছে শারদোৎসব, বাঙালী হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গোৎসব। সুসজ্জিত মণ্ডপে ঢাকের বাজনা। গ্রাম শহরে আলোর রোশনাই, সেই রোশনাইতে মা দুর্গার মুখখানি করবে ঝলমল, যা স্মৃতিতে ও বহুদিন করবে ঝলমল। পুজোয় শুনবো মন মাতানো সংগীত আর দেখবো বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের আলো ঝলমল মঞ্চে ঝুম-ঝুম ময়নাদের নাচ। দেখব ফ্যাশান ডিজাইনারদের তৈরি রঙ বেরঙের পোষাক। চলছে বিভিন্ন শো-রুমে উপচে পড়া ডিড়, আর মলটি যদি থাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তাহলে সেখান থেকে আর বেরোতে মন চাইবে না।

এছাড়া রয়েছে নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রী কিন্তু খাবার খেতে মানতে হবে কিছু বিধি নিষেধ। তাহলে থাকবে না কোন গোলযোগ। পুজোয় বাইরে বেরোলেও বিশুদ্ধ পানীয় জল রাখতে হবে সাথে। মাঝে-মাঝে তা পানও করতে হবে। বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকবেন না। মশলাদার ও বাসি খাবার এড়িয়ে চলবেন। আখের রস পান করতে পারেন। রাত্রে শয়নের পূর্বে শরীরে ঠান্ডা জল কিছুটা ঢালতে পারেন। এতে রাতের ঘুম ভালো হবে। জোয়ান, আমলকি, হজমোলা ও বিশুদ্ধ খাবার জল শরীরকে সুস্থ্য রাখবে। আজেস্টান নাইট্রিকাম ২০০(৩০ এম, এল) সঙ্গে রাখুন। সুফল পাবেন। এবারের পুজোয় একাধারে গরম এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভবনা। সব কিছু মিলিয়ে নিয়ম মেনে চলুন এবং পুজোয় সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ্য থাকুন।

মুকুলিকার বস্ত্রদান ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও মহালয়ার দিন বস্ত্র বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গোবরডাঙ্গার মুকুলিকা গানের স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদিন প্রতিষ্ঠানের সংগীত শিক্ষার্থীগণের সমবেত কণ্ঠে 'এলো দুর্গা

পুজার লগন' সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে এলেকায় দুস্থ মহিলাদের নতুন বস্ত্র প্রদানের মহতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি প্রেমী দিবাকর সরকার প্রমুখ। 'এসো অনন্দ ভাগ করে নিই সকলে' শীর্ষক অনুষ্ঠানে দুস্থ মহিলাদের হাতে নতুন শাড়ি কাপড় তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় কচি-কাঁচা শিক্ষার্থীরা। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীগণের হাতে স্মারক উপহার (মেমেন্টো) তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্কুলের শিক্ষক আস্তিক মজুমদার ও দিবাকর সরকার। আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা অনিমা মজুমদারের পরিচালনায় স্কুলের শিক্ষার্থীগণ একক, দ্বৈত ও সমবেত সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করেন। সংগীত শিল্পী সিন্থিয়া ও সমাদৃতার কণ্ঠে অঞ্জলী লহ মোর সংগীতে গানটি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। পরিশেষে সংগঠনের নাট্যামোদী কুশীলবগণ পরিবেশিত মজার এবং সেই সঙ্গে বেদনার নাটক ভালোবাসার চিঠি উপস্থিত দর্শক সাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

রেল হকার্সদের বিশ্বকর্মা পুজোয় ট্রেন পূজা, বস্ত্রদান ও গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসর গুলির মতো এবারও মহাসমারোহে বিশ্বকর্মা পূজা সম্পন্ন করে আই এন টি টি ইউ সি অনুমোদিত রেল হকার্স ইউনিয়নের চাঁদপাড়া শাখার সদস্যগণ। ১৭ সেপ্টেম্বর

চাঁদপাড়া ষ্টেশনে ১১.৪০ মিনিটের ডাউন বনগাঁ-শিয়ালদহ লোকালে ফুল, মালা, কলাগাছ, ঘুড়ি ইত্যাদি বেঁধে এবং নারকেল ফাটিয়ে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারনের মধ্য দিয়ে ট্রেন পুজো সম্পন্ন করে রেল হকার্সগণ।

অন্যতম হকার্স কিংকরবাবু জানান, এই ট্রেনকে ঘিরেই আমাদের জীবন জীবিকা, তাই প্রতি বছর ট্রেন পুজোর মধ্য দিয়েই আমরা বাবা বিশ্বকর্মার আরাধনা করে থাকি। মধ্যাহ্নে ১নং প্লাটফর্ম সংলগ্ন ইউনিয়ন কার্যালয় অঙ্গনে সুসজ্জিত মন্ডপে সাড়ম্বরে বিশ্বকর্মা পুজো সম্পন্ন হয়। পুজো শেষে অপরাহ্নে গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে নিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, তাপসী ঘোষ, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, উপপ্রধান বৈশাখী বর, দলনেতা নরোত্তম বিশ্বাস, শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস, উত্তম লোধ, ছিলেন সংগঠনের বনগাঁ সংগঠনিক জেলার সভাপতি নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ। সংগঠনের গাইঘাটা ব্লকের সভাপতি সমীর হাজরা (বাপী) ও সহ-সভাপতি জয়দেব বর্ধন আগত সকলকে স্বাগত জানান এবং উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। উদ্যোক্তরা বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের হাত দিয়ে এলেকার কয়েকজন দুস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরদিন সন্ধ্যায় পুজো মন্ডপ প্রাঙ্গনে আয়োজিত বাউল গানের আসরে বহু ধর্মপ্রান ও সংগীত প্রেমী মানুষজনের সমাগম ঘটে।

হাবড়া নান্দনিক এর নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হল ৯ খানি নাটক

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব রাজা গুহ কর্তৃক মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাবড়া পৌরসভার কলতান মঞ্চে মহাসমারোহে শুরু হয় হাবড়া নান্দনিক আয়োজিত ৪ দিন ব্যাপী নান্দনিক উৎসব-২০২৪-২৫। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, হাবড়ার সংস্কৃতিপ্রেমী পৌর প্রধান নারায়ণ সাহা, উপ-পৌরপ্রধান সীতাংশু দাস, বর্ষিয়ান আভিনেতা গোপীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সংস্থার সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস দাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। উদ্যোক্তারা সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয়, ফুল গাছের চারা ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। এদিন স্বনামধন্য অভিনেতা গোপীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নান্দনিক সম্মান-২০২৫ প্রদান করা হয়। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে হাবড়া সহ জেলার নাট্যচর্চা ও প্রসারে নান্দনিক এর কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত নাট্যোৎসবে মূকাভিনয় সহ

মোট ৯ খানি নাটক মঞ্চ স্থ হয়। রবি ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে হাবড়া 'জনজাগরণী' মঞ্চস্থ করে পণ প্রথার উপর সামাজিক নাটক দেনা পাওনা, দ্বিতীয় নাটক গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম প্রযোজিত দর্শক প্রশংসিত নাটক আমি নটী, দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যায় পরিবেশিত দেবব্রত দাস নির্দেশিত তিমির বিশ্বাস এর মঞ্চ সফল নাটক দাঙ্গা, এদিনের দ্বিতীয় নাটক গোবরডাঙ্গা রঙ্গভূমি প্রযোজিত সকলের ভালোলাগার নাটক 'শান্তি'। শেষ নাটক অশোকনগর অনুরণন প্রযোজিত খনন। ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় পূর্ণাঙ্গ নাটক দেবীগর্জন। শেষ দিনের শুরুতে মছলন্দপুর ইমন মাইন সেন্টার পরিবেশিত বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার নির্দেশিত দেশাত্মবোধক মূকাভিনয় নাটক 'মেরী মাটি, মেরা দেশ' সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। এদিনের দ্বিতীয় নাটক দত্তপুকুর দৃষ্টি প্রযোজিত ঐশী ভট্টাচার্য্য নির্দেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক 'তোমার চোখে'। সবশেষে পরিবেশিত হয় শ্রীনগর হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠী প্রযোজিত দেশাত্মবোধক হিন্দি নাটক রণভূমি। প্রতিদিন বহু নাট্যমোদী দর্শক সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে হাবড়া নানন্দনিক এর নাট্যোৎসব-২৫ সার্থকতা লাভ করে।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত মহকুমার দুই শিক্ষক

সংবাদদাতা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন এবং সেই সঙ্গে গুনী শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। গত ২৪ সেপ্টেম্বর জেলা সদর বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন এবং মহান দার্শনিক, আদর্শ শিক্ষক এবং স্বাধীন ভারত বর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত শিক্ষক বরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

শিক্ষক সংবর্ধনায় এবার বনগাঁ মহকুমা থেকে গাইঘাটার মণ্ডলপাড়া হাইস্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক ও প্রাক্তন টিচার ইনচার্জ মধুসূদন সিংহ ও বনগাঁর গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউশনের অবসর প্রাপ্ত সহ প্রধান শিক্ষক প্রতাপ চন্দ্র রায়কে উত্তরীয় পুষ্প স্তবক ও নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষক শিক্ষিকাগনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এদিনের শিক্ষক দিবস ও শিক্ষক সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

চাঁদপাড়ায় আর এস,এস,এর শততম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন রাষ্ঠীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (R.S.S) ১০০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল গত ২১ সেপ্টেম্বর। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সংঘের সদস্যগণ সারা দেশ জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পশ্চিমবঙ্গেও সঙ্গের স্বেচ্ছাসেবকগণ মহা-সমারোহে দিনটি উদ্‌যাপন করেন। এদিন অপরাহ্নে সংঘের চাঁদপাড়া শাখার সদস্য সদস্যাগণ স্থানীয় ঢাকুরিয়া পল্লীবান্ধব সমাজ মিলন কেন্দ্রে সমবেত হয়ে এক সভায় মিলিত হন। সংঘের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ আর, এস, এস, এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সেবামূলক কাজ এবং দেশ ও জাতি গঠনে সংঘের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পরে চাঁদপাড়া সংঘের স্বেচ্ছা সেবকগণ সংঘের পোষাক পরিধান করে কুচকাওয়াজ করেন এবং পরিশেষে সমবেত সকলের এক বর্ণাঢ্য মিছিল এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। চাঁদপাড়া ছাড়াও এদিন বনগাঁ শহরে নানা কর্মসূচী পালন সহ মর্যাদা সহকারে দিনটি উদ্‌যাপন করেন সংঘের স্বেচ্ছা সেবকগণ।

একদিনে ১৩ হাজার মামলার নিষ্পত্তি

প্রথমপাতার পর...

জেলা আইনি পরিষেবা দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী জানান, এদিনের জাতীয় লোক আদালতে জেলায় মোট ১৩ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়। সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ২৭ কোটির মতো অর্থ আদায় হয়। জেলা আইনি পরিষেবা কমিটির চেয়ারম্যান ও জেলা জজ শান্তনু ঝা এবং সচিব মহঃ নূরজামান খাঁন আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। এদিনের অনুষ্ঠিত লোক আদালত গুলিতে বহু দিনের মামলার নিষ্পত্তিকে ঘিরে সমবেত মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

মৃতদেহ উদ্ধার

প্রথমপাতার পর...

গিয়ে দেখেন একটি পচা গলা মৃতদেহ পড়ে আছে।

এরপর পুলিশ ও রেল পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

নাম পদবি

আমি, Mallika Pal, জন্ম তারিখ-১৫/০৪/১৯৭০, স্বামী- Dibakar Paul, পিতা- Anil Kumar Pal, গ্রাম- পূর্বপাড়া, পোঃ ও থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩২৩৫। আমার প্রকৃত ও সঠিক নাম Mallika Pal, যা আমার আধার কার্ড (6592 9951 4182), ভোটার কার্ড (HCL1445683), প্যান কার্ড (APCPP6036P)। কিন্তু আমার Indian Post Office, Standardised Agency System, vide No.- E 378167-এ আমার নাম নথিভুক্ত আছে Mallika Paul। আমি বিগত ইংরাজী ১৭/০৯/২০২৫ তারিখে বনগাঁ এসিজেএম আদালতের ১১৬৮৬নং হলফনামায় ঘোষণা করিয়াছি Mallika Pal এবং Mallika Paul এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শিমুলিয়া পাড়া আদর্শ সমবায়ের বার্ষিক সাধারণ সভা

সংবাদদাতা ঃ গত ২০ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে সমিতির সপ্তরঙা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় শিমুলিয়াপাড়া আদর্শ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৫ (AGM)। সমিতির সভাপতি অনল সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সম্পাদক সুবীর মজুমদার, ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বর্তমান কমিটির সদস্য অরিন্দম রায়, কমিটির অন্যতম সদস্য শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস প্রমুখ। শুরুতে বিগত বার্ষিক সাধারণ ও বিশেষ সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন সমিতির ম্যানেজার ডলি মণ্ডল।

কমিটির অন্যতম সদস্য অরিন্দম রায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষক সহ সমিতির সকল সদস্যদের কল্যাণে সমিতি কাজ করে চলেছে। সার এর দাম বাড়ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিজীবী মানুষজন মার খাচ্ছেন। সমিতি সবসময় কৃষকের পাশে থাকবে বলে অরিন্দমবাবু সকলকে আশ্বস্ত করেন। শ্রী রায় তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে আরোও জানান, সম্প্রতি সমিতির অডিট রিপোর্ট হাতে এসেছে। অডিটে সমিতির সেভিংসে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা রয়েছে বলে জানা গেছে। তিনি আরোও জানান, সমিতির ব্যাঙ্কিং বিভাগ সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। তিনি সকলকে প্রয়োজনে সমিতি থেকে ঋণ নেবার আহ্বান জানান। কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের স্বার্থে সমিতির পক্ষথেকে গ্রুপ ইন্সুরেন্স করা হয়েছে বলে অরিন্দম বাবু আরোও জানান। সেই সঙ্গে জানান, সেল্ফ হেল্প গ্রুপের সদস্য মহিলাদের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে পোষাক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই সমিতির উদ্যোগে স্টল দিয়ে মহিলাদের তৈরি সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে অরিন্দমবাবু জানান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন, অধীর বিশ্বাস, পরিতোষ রায়, ধীরেন্দ্র নাথ বিপ্র প্রমুখ সদস্যগন। সম্পাদক সুবীরবাবু আগামী অর্থবর্ষে ঋণ গ্রহনের উর্ধ সীমার বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কমিটির সদস্য সুশান্ত বিশ্বাস।

সভায় সমিতির যথা সময়ে ঋণ পরিশোধকারী সদস্যগনকে উপহার প্রদান করা হয়। অরিন্দমবাবুর জবাবি ভাষণের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। এদিন মধ্যাহ্নে প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করে কয়েকশো সদস্য বার্ষিক সভায় উপস্থিত হন। সভাপতি অনলবাবুর সুচারু পরিচালনায় সমিতির বার্ষিক সভা সার্থকতা লাভ করে।

শারদোৎসবের প্রাক্কালে এখন অহল্যা পত্রিকার আত্মপ্রকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ আসন্ন শারদোৎসবের প্রাক্কালে মহাসমারোহে প্রকাশিত হল সুজন মজুমদার সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা এখন অহল্যা'র প্রথম সংখ্যা। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন সাংস্কৃতিক পরিষদের হল ঘরে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামানিক, বিশিষ্ট কবি দীপক বালা, গৌরঙ্গ দাস, ডাঃ মানস দাস, কবি শিবেন মজুমদার প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই সদ্যপ্রয়াত কবি তীর্থঙ্কর মৈত্র ও রাহুল পুরকায়স্থর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে কবিদ্বয়কে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান।

ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক পরিষদের অন্যতম কর্ণধার সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী বিশিষ্ট শিক্ষক দীপক মিত্র, প্রকাশিত গ্রন্থটির নামকরণের যৌক্তিকতা ব্যক্ত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পৌরানিক কহিনীর অহল্যা আজক্তের সমাজের অভয়াদের মতো আজও নির্যাতিত হয়ে চলেছেন। এসরের বিরুদ্ধে কবি সাহিত্যিক সহ সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জনকে প্রতিবাদে সরর হতে হবে।

পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কবি সাহিত্যিকগণ সুজন, সূর্য ও রোহিত কাব্যপ্রেমী এই তিন বন্ধুর আন্তরিক প্রয়াসে প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'এখন

অহল্যার' প্রশংসা এবং সেই সঙ্গে আরোও সাফল্য কামনা করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি মন্দিরা চক্রবর্তী, তরুন দাস, বাকিবিল্লাহ মণ্ডল, মালা মিত্র, তরুণ কবি আকাশ সিংহ, বিষ্ণুপদ বালা, তাপস তরফদার, শিক্ষক বিধান চন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। বর্ষিয়ান কবি তারাশংকর আচার্য, ধীরাজ রায় এবং শংকর মল্লিকের কণ্ঠে আদিবাসীদের জীবনীর উপর বাস্তবভিত্তিক কবিতা ও রোহিত পাশির লেখা ইংরেজি কবিতা পাঠ, অমল মণ্ডলের কণ্ঠে স্বরচিত লোক সংগীত ও কেয়া দেবনাথের গাওয়া গান অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলে। প্রবীণ কবি ও গায়ক জয়ন্ত আদিত্য রায়ের গাওয়া জনপ্রিয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার সূর্যকান্ত সরকারের সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান সার্থকতা হয়ে ওঠে।

প্রতিধ্বনির আগমনী সন্ধ্যা

সংবাদদাতা ঃ বিগত বৎসর গুলিরমতো এবারও মহালয়া আগামনী সন্ধ্যা উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ। এদিন সন্ধ্যায় কবি বিনয় সদন মঞ্চে যোগাসন প্রদর্শনীয় মধ্য দিয়ে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সন্ধ্যায় ছোট বড় সদস্যগণ পরিবেশিত সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে সবশেষে পরিবেশিত হয় মহিসাসুর মর্দিনী পালা। অভিনয়ে সমৃদ্ধ আধুনিক পালাটি উপস্থিত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
মানক: পথপ্রদর্শক:
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেষ্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।
আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
সোনার দাম পেপার দরে
ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে
জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।
ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer
শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়
80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com
কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন
প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**